আসছে প্রায় ২০০০ নতুন বই

রিপোর্ট **আরিফ খান মিরণ ও শামীম সুফী**

বইমেলা এখন তার মধ্য যৌবন অতিক্রম করছে। মেলা শেষ হতে এখনো আরো ১৪ দিন বাকী, ইতোমধ্যেই এসেছে প্রায় সাড়ে ৯শ' নতুন বই। বইয়ের এই বিশাল সংখ্যা আশা জাগানিয়া। প্রকাশিত বইয়ের এই বিপুল পরিমাণ প্রমাণ করে আমাদের মধ্যে পাঠ্যাভ্যাস দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। শুধু নতুন বই-ই যে আসছে তা নয়- বই বিক্রির পরিমাণও নেহাত খারাপ নয় বলে প্রকাশকগণ জানিয়েছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে অনেক বেশি বই প্রকাশিত হওয়া যেমন ইতিবাচক একই সঙ্গে তা আশঙ্কারও কারণ বটে। কেননা সংখ্যার মারপ্যাঁচে অলেখকও লেখক তালিকায় সামিল হয়ে যেতে পারে। আর এ ক্ষেত্রে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় নতুন পাঠকদের, বিশেষ করে যারা বাছাই করা বই পড়তে চায়।

৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় বইমেলায় নীতিমালা বাস্তবায়ন স্টিয়ারিং কমিটি স্টল পরিদর্শন শেষে বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ সাংবাদিকদের বলেন, অমর একুশে বইমেলায় এবার নীতিমালা লঙ্ঘন করলে শুধু কালো তালিকায় নাম ওঠা নয়, সেই স্টলের বরাদ্দও বাতিল করা হবে। একই সঙ্গে আগামী বছর মেলায় অংশগ্রহণের সুযোগও কেড়ে নেয়া হবে। এ কমিটি মেলায় ৫৩টি স্টল পরিদর্শন শেষে ১০টি স্টলে নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন দেখতে পায়। কমিটি জানিয়েছে, পর্যায়ক্রমে মেলার প্রতিটি স্টল পরিদর্শন করা হবে।

এক প্রকাশনার বই অন্য কোনো প্রকাশনায় বিক্রিতে নিষেধাজ্ঞা থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। বইমেলা নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি গত তিনদিন (৬, ৭ ও ৮ ফেব্রুয়ারি) অভিযান চালিয়ে এ রকম ৩৯টি স্টল চিহ্নিত করেছে। এই স্টলগুলোতে অন্যান্য প্রকাশনীর বই বিক্রি হচ্ছে। গত ৮ তারিখেও বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের নেতৃত্বে কমিটি অভিযান চালিয়ে নীতিমালা লঙ্ঘনকারী ২০টি স্টল চিহ্নিত করে। প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত স্টলগুলোকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। এরপরও তারা নিয়মভঙ্গ করলে স্টল বন্ধ করে দেয়া হবে বলে জানান মহাপরিচালক মনজুর মোরশেদ। আহবায়ক ফজলুর রহিম বলেন, এ অভিযানের ফলে যাদের প্রকাশনা নেই, নতুন ১৫টি বা মোট ৬০টি বই প্রকাশ করতে পারেনি তারা স্টল নেয়ার ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হবে। এর ফলে আগামীতে মেলা আরো সুশৃঙ্খল হবে। তিনি আরো জানান, কমিটি প্রতিদিন এ অভিযান অব্যাহত রাখবে।

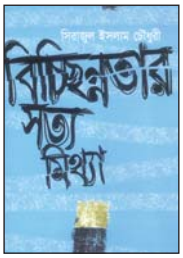

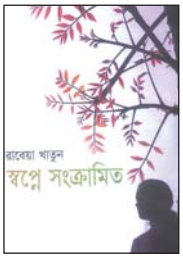

মেলায় প্রতিদিন গড়ে কমপক্ষে ৮০ থেকে ৯০টি বই আসছে। ব্যতিক্রম শুধু বাংলা একাডেমী। মেলা শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেও তারা কোনো নতুন বই স্টলে তুলতে পারেনি। মেলা শুরুর আগে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ নতুন ২২টি বই আসবে বলে তালিকা দিয়েছিল কিন্তু ১২ তারিখের আগ পর্যন্ত তাদের নতুন কোনো বই আসেনি। ১২ তারিখে ৬টি নতুন বই স্টলে তুলেছে বাংলা একাডেমী। কোনো বই আজও আসেনি। এ প্রসঙ্গে সহকারী পরিচালক একাডেমীর মুখপাত্র মুর্শিদ আনোয়ার ২০০০কে বলেন, বাঁধাই করতে দেরি হচ্ছে বলে এর আগে কোনো বই স্টলে আনা সম্ভব হয়নি।

এবারের বইমেলায় প্রকাশ্যেই পাইরেসিকৃত বই বিক্রি হচ্ছে। কলকাতার উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির থেকে বাংলাদেশী লেখিকা জাহান আরা সিদ্দিকীর লেখা গল্পের বই 'ভূত দর্শন' পাইরেট করে বিক্রি করছে হাসি প্রকাশনী। তারা বইটির প্রচ্ছদ ও লেখা নকল করেছে। বইয়ে প্রকাশনী হিসেবে নাম আছে অন্তরা প্রকাশনা এবং সম্পাদক হিসেবে নাম আছে নাসির উদ্দিন সুলতানের। বইয়ের প্রথম প্রকাশ দেখানো হয়েছে ২০০৬। অথচ 'ভূত দর্শন' বইটি ২০০২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। পাইরেটকৃত বই বিক্রির ব্যাপারে মেলা কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা এখনো পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিয়েছে বলে জানা যায়নি। নিজের বই পাইরেট হয়েছে শুনে লেখিকা ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

অষ্টম দিনে প্রথম মেলায় আসেন কবি আল মাহমুদ। বিভিন্ন প্রকাশনা থেকে এ পর্যন্ত তার ৮টি বই মেলায় এসেছে। আরো ৬টি আসবে বলে তিনি জানান। তিনি বলেন 'যে বই পড়ে না তার প্রাপ্তি খুবই সামান্য। বই মানুষের কল্পনা, ভবিষ্যৎ ও জীবনকে বদলে দেয়। ভেতরাত্মাকে পবিত্র করে।' নতুন লেখকের লেখা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে কবি বলেন, এখনো নাম উল্লেখ করার মতো কেউ হয়তো আবির্ভূত হয়নি। তবে তরুণরা ভালো লিখছে একথাও অনস্বীকার্য।

মেলায় এবার বইয়ের দাম গতবারের তুলনায় বেড়েছে। ক্রেতাদের অভিযোগ মেলা উপলক্ষে প্রকাশিত বইগুলোর দাম তুলনামূলক বেশি। প্রকাশকগণ বলেছেন কাগজের দাম বৃদ্ধির কারণেই নতুন প্রকাশিত বইয়ের দাম সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। তারা আরো বলেন, গত বছর প্রতি ফর্মা কাগজের দাম ছিল ১৪ টাকা, প্রতি রিম ছিল ১ হাজার ৩৩০ থেকে ১ হাজার ৩৫০ টাকা। এ বছর কাগজের দাম বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিফর্মার দাম হয়েছে ১৬ থেকে ১৭ টাকা। প্রতি রিমের দাম হয়েছে ১ হাজার ৫২০ থেকে ১ হাজার ৫৬০ টাকা।

গত শুক্র ও শনিবার (১০ ও ১১ তারিখ) অমর একুশে বইমেলায় যেন মানুষের প্লাবন বয়ে গিয়েছিল। লোকে লোকারণ্য চারদিক।

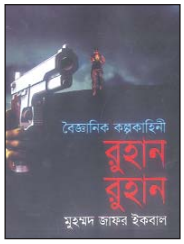

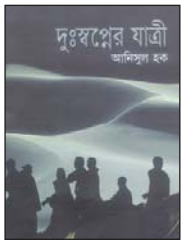

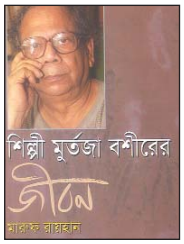

তিল ধারণের জায়গা নেই। এমনকি হাঁটারও উপায় নেই। আপনি শুধু একটি স্টলের সামনে জায়গা করে দাঁড়াবেন তো আপনাকে ঠেলে ঠেলে সবগুলো স্টল ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনার দায়িত্ব বাকি দর্শক-ক্রেতার। এমনই ভিড় ছিল গত ১০ তারিখের বইমেলায়। মেলায় প্রবেশে র‍্যাবের কড়াকড়ি ছিল চোখে পড়ার মতো। তিনটি মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে তিনটি লাইন মেলায় প্রবেশ করে। তারপরও প্রতিটি লাইন একদিকে প্রায় শাহবাগ পর্যন্ত আর অন্যদিকে হাইকোর্ট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। গড়ে দুই ঘণ্টা লেগেছে মেলায় প্রবেশ করতে। শুক্রবার মেলায় রেকর্ডসংখ্যক নতুন বই এসেছে। ছুটির দুই দিনে নতুন বই এসেছে ৮৪২টি। এর মধ্যে উপন্যাস ১৮২টি, কবিতার ১৩২টি, গল্পের ১২৭টি এবং শিশু সাহিত্য ৫৮টি।

বাংলা একাডেমীর জনসংযোগ উপবিভাগ থেকে দেয়া তথ্য অনুযায়ী মেলার ১২ দিনে রোববার পর্যন্ত মোট ৯০৯টি নতুন বই মেলায় এসেছে। উল্লেখ্য যে, গতবছর মেলায় প্রথম ২০ দিনে মোট নতুন বই এসেছিল ৮৯৫টি। প্রকাশকদের অনেকেই মন্তব্য করেছেন এবার নতুন বই প্রকাশে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে মেলা শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রায় ২ হাজার নতুন বই আসবে। বইয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বই বিক্রিও বেড়েছে এবার। পাঠক ক্রেতার সমাগমও দিন দিন বেড়েই চলেছে। এবারের নতুন বইয়ের বেশির ভাগই নবীন ও তরুণদের লেখা। কাটতির দিক থেকে বরাবরের মতো এবারও হুমায়ূন আহমেদ, মুহাম্মদ জাফর ইকবাল, ইমদাদুল হক মিলন ও হুমায়ুন আজাদ শীর্ষে। কবিতার বইয়ের মধ্যে ভালো চলছে শামসুর রাহমান, আল মাহমুদসহ রবীন্দ্র, নজরুল এবং জীবনানন্দ দাশের বই।

মেলার প্রথম ১২ দিনে বাংলা একাডেমী স্টল প্রায় ৮ লাখ ২৮ হাজার ৬৫৮ টাকার বই বিক্রি করেছে। তবে আশ্চর্যের বিষয় হলো বিক্রির এই বিশাল টাকার বেশির ভাগই এসেছে অভিধান থেকে। আর সেই অভিধানও গত ৬ মাসে কোনো নতুন মুদ্রণ করেনি বাংলা একাডেমী। ফলে প্রতিদিন অভিধান ক্রেতাদের চাপ বাড়ছে।

বই মেলার অনুকথন

বই বিকিকিনি নিয়ে বই মেলার আয়োজন হলেও শুধু বই কেনাবেচার মধ্যেই মেলার কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। প্রতিদিন হাজারো মানুষের ভিড়ে মেলা রূপ ধারণ করে উৎসবের। যারা আসেন তাদের মধ্যে ক্রেতা যেমন আছেন, তেমনি আছেন শ্রোতা। তারা বাংলা একাডেমীর প্রতিদিনের আলোচনা অনুষ্ঠান শ্রবণ করেন।

ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন

৯ ফেব্রুয়ারি মাওলা ব্রাদার্সের স্টলে গোলাম মোর্তোজার বই ‘ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক’-এর মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফজলে হাসান আবেদ, ফারুক চৌধুরী, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবদুশ শাকুর, ড. ফজলুল আলম, প্রকাশক আহমেদ মাহমুদুল হক ও লেখক নিজে।

ব্র্যাক বিশ্বের সর্ববৃহৎ এনজিও বা বেসরকারি সংগঠন। সম্প্রতি দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও ব্র্যাকের কর্মকান্ড ছড়িয়ে পড়েছে। ক্ষুদ্র ঋণ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বস্ত্র, কৃষিখাতসহ আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সংগঠনের অবদান বিশাল। এসব কিছুর পেছনে যে ব্যক্তিটি নিরন্তর কঠোর সাধনা করেছেন তিনি ফজলে হাসান আবেদ। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ বলেন, ফজলে হাসান আবেদ ও তাঁর স্বপ্নযান ব্র্যাক বিষয়ে লেখা এই বই শুধু এনজিওটির নানামুখী উদ্যোগ ও তার বাস্তবায়নের তথ্য ভিত্তিক বর্ণনাই নয় বরং সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ ভাষ্য।

ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২০ (রয়েল ক্রাউন সাইজ); প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী; মূল্য ৪৫০ টাকা, প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্স।

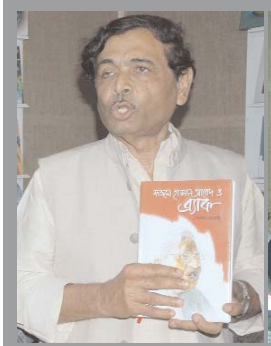

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

ফজলে হাসান আবেদ

dvi"K tPŠaix

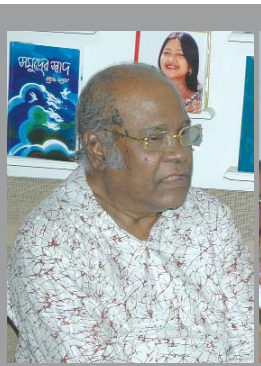

আবদুস শাকুর

ড. ফজলুল আলম

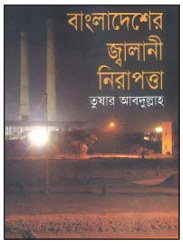

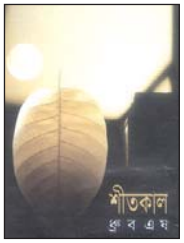

কেউ কেউ আছেন যারা মেলায় শুধু ঘুরতে আসেন। স্টলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে বই নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দেন সযত্নে। এগিয়ে যান পরের স্টলে। শেষমেষ দু'টাকার বাদাম কিনে খেতে খেতে রওনা দেন বাড়ীর দিকে। মাইনের সামান্য কটি টাকায় সাধ আর সাধ্যের সমন্বয় হয় না বলে বই কেনাও হয় না। মেলায় যারা শুধু ঘুরতে আসেন, তাদের সংখ্যা নেহায়েত কম না। প্রায় ৫০%। বিভিন্ন বইএর স্টলের সাথে কথা বলে জানা গেছে এই তথ্য। শিল্পী রাজু সাহা, এম এ গণি, নিয়াজুল ইসলাম সুমন এবং মনজুর ল ইসলামরা বই মেলায় প্রতিবারই একটু ভিন্নতা আনেন। তারা মানুষের ছবি আঁকেন। এক একটা ছবির জন্য ১০০/১৫০ টাকা নেন। ডিজিটাল ফটোগ্রাফীর যুগে নিজের ছবি শিল্পীর হাতে এঁকে নিতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যা খুব বেশি নয়। তাই খদ্দের সামলাতে শিল্পীদের বেশি বেগ পেতে হয় না। বেগ পেতে হয় দর্শক সামলাতে। ছবি আঁকার জন্য এক একজন সিটিং দেন আর পরিণত হন দর্শনীয় বস্তুতে। বাংলা একাডেমীর নতুন ভবনের পাশ দিয়ে হাঁটবার পথে সবাই একবার 'ওখানে জটলাটা কিসের দেখে যাই' বলে দাঁড়িয়ে পড়েন ছবি আঁকা দেখতে। মানুষের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যেমন সম্পর্ক বইয়ের, তেমনি জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক রক্তের। বইমেলায় সন্ধানী, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রেড ক্রিসেন্ট প্রভৃতি সংগঠন স্বে"Qায় রক্তদান KgmmPi আয়োজন করেছে। এসব সংগঠনের ২০/২৫জন সদস্য প্রতিদিন মেলায় আগত দর্শকদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করে। যারা রক্ত দেন ম্যালেরিয়া, সিফিলিস, এইডস, হেপাটাইটিস বি ও সি এই পাঁচটি রোগের জীবাণু রয়েছে কিনা তা বিনা gল্যে টেস্ট করে দুই দিনের মধ্যে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। এসব সংগঠন গড়ে প্রতিদিন ৩০/৪০ ব্যাগ রক্ত সংগ্রহ করছে।

মেলায় টয়লেট ব্যবস্থা খুবই অপ্রতুল, মসজিদের পাশে মহিলাদের জন্য দুটি টয়লেট থাকলেও টয়লেট কোন দিকে তার কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য নির্দেশনা না থাকায় আগতদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। টয়লেট নিয়ে সমস্যা থাকলেও হালকা খাবার বা কফির কোনো সমস্যা নেই। কয়েকটি জায়গায় বিক্রি হচ্ছে আইসক্রীম, ভুট্টো, কফি, কোল্ড ড্রিংকস এবং চটপটি। বাংলা একাডেমীর ক্যান্টিনেও পাওয়া যাচ্ছে খাবার। গ্রামীণ ফোন, বাংলালিংক, অনিক টেলিফোন কয়েক জায়গায় বসিয়েছে মোবাইল ফোন চার্জার স্টেশন।

মেলায় কোনো শিশু কর্নার নেই, তবে লিটলম্যাগ কর্নারটি রয়েছে ঠিকমতোই। বসেছে মঙ্গলসন্ধ্যা, শালুক, শুদ্ধস্বর, লোক ইত্যাদির স্টল। বেরিয়েছে চারবাক, পাতাল নির্মাণের প্রণালী, আমাদের পোষা ট্রেন ইত্যাদি কবিতার বই।

বইয়ের খবর

গত সপ্তাহে সময় প্রকাশনী বাজারে এনেছে কবীর চৌধুরী অনূদিত 'দুই নোবেল বিজয়ীর একডজন ছোট গল্প', আবু রায়হানের 'পথ ও প্রবাসের গল্প-১', মিতালী হোসেনের 'অদ্রিকন্যায় কয়েকদিন', ডা. এমএ হাসানের 'নীরবতা ওপারে কৃষ্ণ মেঘের দিনগুলি', জাকারিয়া স্বপনের 'চলো বিয়ে করে ফেলি'।

মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত 'জেন্ডার বিশ্বকোষ', আব্দুশ শাকুরের 'আঘাত' (গল্প), 'মহান শ্রোতা' (সঙ্গীত), গোলাম মোর্তোজার 'ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক', সৈয়দ শামসুল হকের 'লেডি', 'বিশাল বাংলায়', ও শহীদুল জহিরের 'মুখের দিকে দেখি', বেবী মওদুদের 'খুশি সুশি টুশি' (ছড়া), শাহনাজ

নীতিমালা লঙ্ঘনকারী স্টল

নির্বাচিতা প্রকাশন, প্রত্যয়, আমীর প্রকাশন, বাতায়ন প্রকাশন, লাবণী প্রকাশন, প্রফেসর পাবলিকেশন্স, ন্যাশনাল পাবলিকেশন্স, জেরিন বুক ইন্টারন্যাশনাল, আল মাহদী প্রকাশন, খান পাবলিকেশন্স, ছায়ালোক, ব্রাদার্স পেপার্স এন্ড পাবলিশার্স, নলেজ মিডিয়া পাবলিশার্স, অন্বেষা, ইমন পাবলিশার্স, মাম্মী, রেয়ার বুক, বিশ্ব সাহিত্য ভবন, সাহিত্য বিকাশ, সুবর্ণরেখা, ইরা প্রকাশনী ও নন্দিতা প্রকাশ। এদের কয়েকটির নিজের কোনো প্রকাশনাই নেই। বাংলা একাডেমির দৃষ্টিতে ওপরে উল্লেখিত স্টলগুলো অন্যের বই বিক্রি করে মেলার নীতিমালা j•Nb করেছে। কিন্তু কোন এক অদ্ভুত কারণে নীতিমালা j•Nbকারীদের তালিকায় ছাত্রদলের মার্কামারা স্টলগুলোর নাম নেই।

মুন্নীর 'মাটির ট্রানজিস্টার', শাহাগীর বখ্‌ত ফারুকের 'ফুড হাইজিন', তানজিনা হোসেনের 'অগ্নিপারী', কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের 'পদ্মাপাড়ের দ্রৌপদি', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীরের 'গণতন্ত্র'।

ঐতিহ্য প্রকাশ করেছে শামসুর রহমানের 'না বাস্তব না দুঃস্বপ্ন', 'অন্ধকার থেকে আলোয়', মঈনুল আহসান সাবের সম্পাদিত 'ঐতিহ্য গোল্লাছুট'- প্রথম আলো গল্প লেখা প্রতিযোগিতা' ফয়েজ আহমদের 'কলাম কলাম', জীবনানন্দ দাশের 'জীবনানন্দ রচনাবলী' (১ম), ওয়াসি আহমেদের গল্প 'শিঙা বাজাবে ইস্রাফিল', মুজতবা আহমেদ মুরশেদের শিশুতোষ বই 'রিক্‌সা', হাসান খুরশীদ রুমী অনূদিত 'রেব্রাডবেবির গল্প-১' তেহিন হাসানের 'রাষ্ট্রের ঘুণপোকা ও বিবিধ ঝিঝি', হিমু আকরামের 'সে রাতে বৃষ্টি ছিল', সারিকা সিরাজের 'টুপা নামের মাকড়শাটি', জাকির তালুকদারের 'হাঁটতে থাকা মানুষের গান', জাকারিয়া স্বপনের 'আকতানিন', ফয়েজ আহমদের 'কালের কামান', কোলম্যান বার্কসের 'দি সোল অব রুমী', ও সুজন কবিরের 'মিথ'।

জাগৃতি বাজারে এনেছে বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের 'দি রোডম্যাপ টু পিস বাট নোহয়ার টু গো' (কবিতা), মুহাম্মদ জাফর ইকবালের 'আরো একটি বিজয় চাই', চিন্ময় মুৎসুদ্দীর 'সংবাদভাষ্যে গণমাধ্যম', সরদার ফরিদ আহমেদের 'প্রেম প্যাকেজ', আসলাম সানির 'Adult Jokes', শতব্দী জাহিদের 'যে রক্ত কথা কয়', অনিশ দাশ অপুর 'বিচিত্র এডভেঞ্চার' ও 'সত্যি রোমাঞ্চ গল্প', হামিদুল হোসেন তাকের বীর বিক্রমের 'সত্যি রাজার গল্প', দেলোয়ার হুসেনের 'অনেক হাসির মজার গল্প', 'বর্ষায় অভিসার', শামছুন নাহারের

ব ই মে লা য় টি ভি ক্যা মে রা

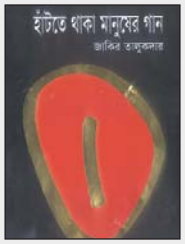

এখন চলছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগ। বাংলা একাডেমীর একুশের বইমেলার সংবাদ প্রচারের জন্য আগে প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকরাই উপস্থিত হতেন দলেদলে। পেছন ফিরে তাকালে আমরা দেখতে পাবো নব্বইয়ের দশকে যখন সত্যিকারার্থেই বাংলা একাডেমীর বইমেলা জাতীয় উৎসবের রূপ নেয়, দেশীয় গ্রন্থরাজির জন্ম মাস হিসেবে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পায়; তখন থেকেই শাহাদত চৌধুরী সম্পাদিত সাপ্তাহিক বিচিত্রার লেখালেখি বিভাগে বইমেলা নিয়ে বিচিত্র রিপোর্টের সূচনা। সেসময় পর্যায়ক্রমে বইমেলার প্রতিবেদন রচনায় যারা নিয়োজিত ছিলেন তাদের মধ্যে আছেন মারুফ রায়হান, আমীরুল ইসলাম, গোলাম মোর্তোজা প্রমুখ। তারই ধারাবাহিকতায় পরে আমরা দেখেছি দৈনিক পত্রিকাগুলো প্রতিদিন বইমেলার প্রতিবেদন বক্স আকারে ছাপতে শুরু করে। এছাড়া সাপ্তাহিক সাহিত্য বিভাগেও থাকে বিশেষ আলোকপাত। বিভিন্ন পত্রিকায় বইমেলা বিষয়ক লেখালেখি করে যারা নজর কাড়েন তাদের মধ্যে আছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, হাসান হাফিজ, মারুফ রায়হান, আনিসুল হক, রাজীব নূর প্রমুখ। এখন মানুষের নজর কাড়ার চেষ্টা করছে টিভি চ্যানেলগুলো। প্রিন্ট মিডিয়া, মানে পত্রপত্রিকার রিপোর্টার/ ফটোজার্নালিস্ট– এরকম দুজন ব্যক্তি হলেই কাজ চলে যায়। কিন্তু ইলেকট্রনিক মিডিয়া বা টেলিভিশনের জন্যে প্রতিবেদন সংগ্রহের কাজে প্রয়োজন পড়ে একটু বড়সড় টিমেরই। অবশ্য কোনো কোনো চ্যানেল মাত্র তিন-চারজন দিয়েই কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। তবে সরাসরি সম্প্রচারের ক্ষেত্রে বিষয়টি আলাদা।

বইমেলায় নিয়মিতভাবে কাজ করছে চ্যানেল আই, এনটিভি, এটিএন বাংলা, চ্যানেল ওয়ান। অনিয়মিতভাবে দেখা গেছে আরটিভি, তারা বাংলা, এসটিভিকে। দেশের একমাত্র টেরিস্টিরিয়াল টিভি বাংলাদেশ টেলিভিশনের টিম অবশ্য গণ্যমান্যদের বক্তৃতা থাকলে আসে, নয়তো অনুপস্থিত। চ্যানেল আইয়ের কথা সবার আগে বলতে হবে কারণ তারাই সরাসরি বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে প্রতিদিন আধঘণ্টার অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করে গত বছর থেকে। এছাড়া তারা সান্ধ্যকালীন সংবাদের ভেতরেও স্পেস দেয় বইমেলাকে, সেটাও লাইভ টেলিকাস্ট। এসব অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপস্থাপকের বড় ভূমিকা থাকে। বই এবং লেখক সম্পর্কে ওয়াকেবহাল থাকা বাঞ্ছনীয়। গত বছর আলী ইমাম ভালো করেছিলেন, এবার মুহম্মদ জাহাঙ্গীরও অভিজ্ঞতার আলোকে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান করছেন। তবে তিনি অনিয়মিত, তার অবর্তমানে নবীন যারা করছেন তারা তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। সংবাদের মাঝখানে বইমেলার প্রতিবেদনে লেখকের সাক্ষাৎকার প্রচারের আগে একটুখানি ফিল্ড-ওয়ার্ক এবং পারস্পরিক আলোচনা করে নেয়া জরুরি। সেটা হচ্ছে না। ফলে সরাসরি সম্প্রচারে কাঙ্ক্ষিত সুফল আসছে না।

সরাসরি সম্প্রচার আর কেউ করছে না। তবে রাত ১১টায় চ্যানেল ওয়ানের বইমেলা নির্ভর অনুষ্ঠানটি বেশ তথ্যপূর্ণ এবং তার নেপথ্যে যে একটা পরিকল্পনা কাজ করছে সেটা বোঝা যায়। অনুষ্ঠানটির অন্যতম পরিচালক হিসেবে যিনি কাজ করছেন সেই শহীদুল ইসলাম রিপন একটি দৈনিক পত্রিকায় বইমেলাবিষয়ক লেখালেখি করেছেন গত বছরও। এনটিভি-এটিএন বাংলার বার্তা বিভাগের সাংবাদিকরাই ঘুরে ঘুরে রিপোর্ট সংগ্রহ করেন। দুটোই সদ্যপ্রকাশিত নতুন বইয়ের সংবাদ উপস্থাপনকেই বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। প্রেজেন্টেশনের কোয়ালিটি বিচার করলে এগিয়ে রাখতে হবে এনটিভিকে। আর অনুসন্ধান ও বৈচিত্র্যের প্রসঙ্গে এটিএন বাংলা অগ্রসর। রুমি নোমান দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিচ্ছেন। পিছিয়ে আছে আরটিভি, যদিও তার ক্যামেরাম্যানটির বইমেলার সংবাদ ধারণের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে অন্য টিভির জন্যে। বইমেলায় তারা বাংলার ক্যামেরা চালান অভিজ্ঞ জাঁনেসর ওসমান, তিনি কথাশিল্পী শওকত ওসমানের ছেলে।

বইমেলা নিয়ে অনুষ্ঠান বা প্রতিবেদন প্রচারের ক্ষেত্রে আরেকটু আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্ব প্রয়োজন। জাতীয় টিভি বিটিভিরও প্রতিদিন নতুন নতুন বইয়ের খবর দেয়া কর্তব্য দেশে বুক প্রমোশনের স্বার্থেই।

মাহবুব রেহান

লিখিয়ে সংবাদ

মারুফ রায়হান

বাংলা একাডেমীর একুশের বইমেলা জমে উঠেছে। দ্বিতীয় সপ্তাহে এসে মেলা বাস্তবিকই লেখক-পাঠক-প্রকাশকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। সত্যি বলতে কি, এই সময়টাতেই ভালো ভালো বই আসতে শুরু করে; বেশি বেশি লেখকও মেলা প্রাঙ্গণে আসতে থাকেন। এমনও দেখা যায়, কোনো কোনো লেখক নিজের নতুন বইটি না আসা পর্যন্ত মেলায় আসতে চান না। বই এলে মেলায় আসেন, এই আসার তখন একটা অর্থ দাঁড়ায় ওই লেখকের কাছে।

'লেখককুঞ্জ' নামে নির্দিষ্ট একটা জায়গা বরাদ্দ করেছে মেলা কর্তৃপক্ষ লেখকদের বসার জন্যে। দেখা যাচ্ছে সেখানে প্রায় প্রতিদিনই নবীন লিখিয়েরা জড়ো হচ্ছেন, নিজের পরিচয় তুলে ধরার একটা অবকাশ তৈরি হয়েছে সেখানে। হৈ-হল্লা তো আছেই। ঠিক তার সামনেই একাডেমির মূল মঞ্চ। সেখানে নিয়মিতভাবে থাকছে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যদি একটু মাতানো গান হয় তাহলে লেখককুঞ্জের বাসিন্দারা একযোগে নাচতে শুরু করে দেন। তাদের নাচ দেখতে ভিড় জমে যায় মাঝেমধ্যে। লেখককুঞ্জের এমন চরিত্রবদল অনেকের কাছে উপভোগ্য হলেও সঙ্গত কারণেই অনেকে আবার এটাকে অলেখকসুলভই বিবেচনা করেন। নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের একটি চল রয়েছে মেলায়। তবে ওই অনুষ্ঠান যে লেখককুঞ্জেই করতে হবে এমন একটা অলিখিত শর্ত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ। কেউ কেউ তাতে সায় না দিয়ে নিজ নিজ ধরনে গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করছেন। যেমন মাওলা-র স্টলে হলো 'ফজলে হাসান আবেদ ও ব্র্যাক' শীর্ষক গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন। ফজলে হাসান আবেদ, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, আবদুস শাকুর, ফারুক চৌধুরী, ফজলুল আলম। একসঙ্গে অনেক খ্যাতিমান লেখক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একটু আক্ষেপের সুরেই আমাকে বললেন, অনেক কিছু লেখার বাকি কিন্তু বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে গিয়ে একনিষ্ঠভাবে লেখালেখি আর হচ্ছে না। সৃষ্টির জন্যে নিভৃত সাধনা দরকার, ব্যস্ত শহর ঢাকায় কি সেটা সম্ভব?

জাহিদ হায়দার আড্ডাবাজ মানুষ, অল্প সময়ের মধ্যে আড্ডার উত্তেজনা ছড়াতে পারেন। বলছিলেন মেলা উদ্বোধন করতে পারেন কোনো ভাষাসৈনিক কিংবা কোনো শিশু, যে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে অক্ষরের জগতে। একবার জাহিদ পত্রিকায় চিঠি লিখে প্রস্তাব করেছিলেন, মেলার প্রথম দিনই বাংলা একাডেমি পুরস্কার ঘোষণা করা হোক। তাহলে ওই লেখক/লেখকদের সাহিত্যকর্ম প্রচারে একটা বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। বললাম, ওই লেখক/লেখকদের জন্যে একটা বড় স্টল (মানে আড্ডাস্থল) বরাদ্দ করতে পারে বাংলা একাডেমি, সেখানে তাঁদের বইও পাওয়া যাবে, তাঁদের ঘিরে সতীর্থ লেখক/পাঠকদের আড্ডাও জমজমাট হয়ে উঠতে পারে।

ভক্ত-পাঠকদের অটোগ্রাফ দেন অনেক লেখকই; কিন্তু শিকারিদের কবলে পড়ন এমন লেখকের সংখ্যা কনিষ্ঠ আঙুলের রেখা অতিক্রম করবে না। মুহম্মদ জাফর ইকবাল মেলায় এলে বোঝা যায় 'অটোগ্রাফ-শিকারি' শব্দটার মানে। প্রথম যেদিন মেলায় এলেন ইমদাদুল হক মিলন, সেদিন তাঁকে ঘিরে ধরেছিল তাঁর অনেক অনুরাগী। প্রকাশকের স্টলে বসেছিলেন তিনি। আনিসুল হকও বসেন তাঁর অন্যতম প্রকাশক

'অনুভবে ছুঁয়েছি তোমায়', আহসান হাবিবের 'ভ্রমণ গমনং গচ্ছামি', লিও ওয়ালেসের 'দ্য ফেয়ার গড', আসমার ওসমানের 'সর্বরাজ্যের যত কথা', কবির চৌধুরী অনূদিত 'চোখের আলোয় দেখেছিলাম', সৈয়দ আবিরের 'ইসলামী মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু', মোহাম্মদ মোর্তজার 'প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক', ও মাসুদ কামাল হিন্দোলের 'ভালোবাসা মোটাতাজাকরণ'।

দিব্য প্রকাশ থেকে এসেছে কাজি রাফির 'ঝিঝিডাকা এক রাতে', শেখ মাসুম কামালের 'সমতট চন্দ্রদ্বীপ পরিক্রমণ', Rajib B.L. Das 'An Introduction to table', সুরেশ রঞ্জন বসাকের 'এশিয়ার কবিতা'।

অনন্যা প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে আছে কবীর চৌধুরীর 'ন্যুড চিত্রকর্ম', আরওয়ার-উল-ইসলামের 'লোকটা পালিয়ে গেল', মিনা ফারাহর 'এক অদ্ভুত আরজ আলী', মেজর জেনারেল (অবঃ) সৈয়দ ইব্রাহিম বীর প্রতীকের 'বিজয়ী মুক্তিযোদ্ধা পরাজিত নাগরিক' ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসানের 'ইসলামের নারী', কামরুল হাসানের ছোটদের, আল মাহমুদের 'কবিতা সমগ্র-২', জয়ন্ত কুমার রায়ের 'উত্তরবঙ্গের নগরায়ণ নাটোর', গীতালী হাসানের 'সেদিন বৃষ্টি নেমেছিল', 'নিঃসঙ্গ দৌড়', জাফরুল আহসানের 'যখন আমি ফিরছি বাড়ি', হাফিজ আল ফারুকীর 'বেদনা বসন্ত আমার', জামাল রেজার 'শিশিরের শব্দের মতোন', আহসান কবিরের 'স্মৃতির গহনাগুলো'। এছাড়াও অনন্যা থেকে কয়েকদিনের মধ্যে আসছে শিশু সাহিত্যিক ফরিদুর রেজা সাগরের 'ছোট কাকু' সিরিজের 'ময়মনসিংহের ময়না', 'নাটক নাটোরে', 'কুষ্টিয়ায় কিছুক্ষণ'। এ প্রকাশনী থেকেই ছোটদের প্রিয় লেখক আমিরুল ইসলামের 'ছড়া রচনাবলী' নামে ২০০০ ছড়া সম্বলিত ৪০০ পৃষ্ঠার একটি বই প্রকাশিত হবে। বইটির দাম ৩০০ টাকা।

ঘাসফুল নদী এবার মেলায় এনেছে মাওলানা ভাসানীর 'সাপ্তাহিক হক কথা প্রসঙ্গ' (আবু সালেক সম্পাদিত), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চে গুয়েভারার ডায়েরি', রশোতাহেরের 'বিজ্ঞান সাহিত্য এবং কিছু দার্শনিক প্রসঙ্গ'।

এছাড়াও অন্যান্য প্রকাশনী যেমন অনুপম এনেছে রবি রায়ের রেফারেন্স গ্রন্থ 'পাশ্চাত্য দর্শনের ধারা ও মার্কসীয় দর্শন', আনিসুল হকের 'গদ্য কার্টুন সমগ্র-২'। পার্ল থেকে এসেছে মনি হায়দারের 'সারারাত' (উপন্যাস), রাশীদুল বারীর 'পতি', মাহমুদুল হক জাহাঙ্গীরের 'উপমহাদেশের মুসলীম সঙ্গীতজ্ঞদের জীবনী', ঝর্না দাশ পুরুকায়স্থর 'আমি সন্ধ্যার মেঘ', তন্ময় মতিনের 'নিঃসঙ্গ বেদনায় নীলাকাশ', মমিনুল ইসলামের 'একজন মানুষের অন্ধকার', মোকারম হোসেনের 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি', জামাল রেজার 'দাঁড়িয়ে আছো তুমি', সুমন্ত আসলামের 'চার বাউন্ডুলে'। সন্দেশ প্রকাশিত মার্সেল মোরিং-এর 'দ্য ভুম রুম'। অন্য

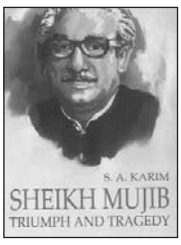

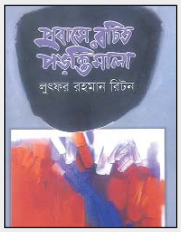

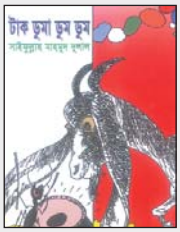

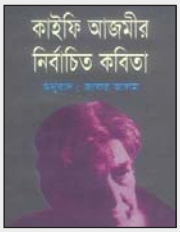

‘সময়’-এর স্টলে। অনেক সময় কলম গোঁজা থাকে আনিসের কানে, কান থেকে খোলা কলম দু আঙুলে তুলে এনে স্বাক্ষর দেন নিজের বইয়ে। শিশু সাহিত্যিক আমীরুল ইসলাম এবার মেলায় অনিয়মিত। তার বাবা মারা যাওয়া হয়তো কারণ। রাবেয়া খাতুন, ফরিদুর রেজা সাগরকে এখনও মেলায় দেখা যায়নি। মঈনুল আহসান সাবের সস্ত্রীক মেলায় উপস্থিত থাকছেন প্রতিদিনই।

দুই হাতভর্তি নতুন বই নিয়ে ইত্তেফাকের সাহিত্য সম্পাদক আল মুজাহিদী মেলায় হাঁটার সময় কোনো না কোনো নবীন লেখক তাঁর সঙ্গে থাকেন। কবি-সাংবাদিক সোহরাব হাসান সময় বের করে মেলায় আসেন শুধু নতুন বইয়ের সন্ধান করতে। বন্ধু মোরশেদ শফিউল হাসানের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেলে দুজনে সময় ভুলে যান। কবি মোহাম্মদ সাদিকের নির্বাচিত কাব্যগ্রন্থ এসেছে শিকড় থেকে শনিবার। সেদিন তেমন কোনো বন্ধুর দেখা পাননি বলে অভিমান করে চলে গেলেন মেলা ভাঙার আগেই।

লিটল ম্যাগাজিন চত্বরে তরুণ লেখকদের মেলা বসে। তবে গতবারের তুলনায় এখানে আড্ডারুদের সংখ্যা কম, বেচা-বিক্রিও নাকি কম-বললেন কবি শাকিল। তিনি এই চত্বরের ধৈর্যশীল বিক্রেতা। পাশেই মঙ্গলসন্ধ্যার কবিদের সমাবেশ। এখানে সরকার আমিনের সদ্য বেরুনো কাব্য ‘আমাদের পোষা ট্রেন’ পাওয়া যায়। দাম মাত্র ৩০ টাকা, কমিশন বাদে পাওয়া যাচ্ছে ২১ টাকায়; এত শস্তায় আর কোনো কাব্যগ্রন্থ বিক্রি হচ্ছে বলে জানা নেই। তবে এক অর্থে মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত একমাত্র কবিতার বইয়ের মূল্য সবচেয়ে কম। দাম ৪০ টাকা, কিন্তু পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮০। বাজারে এরকম ৫ ফর্মার যেকোনো বইয়ের দাম ৭৫ থেকে ১০০ টাকা।

দেশের বাইরে থাকেন কবি সুব্রত অগাস্টিন গোমেজ, এসেছেন ক'দিন আগে। বেরুচ্ছে নির্বাচিত কবিতা, মাওলা থেকে। ড. ফজলুল আলম একাই আসেন মেলায়, তবে মিশে যান দলে; তাঁর একাধিক বই আসছে। কবি অসীম সাহাও নিঃসঙ্গ; মুহূর্তের কবিতা নামে সুন্দর একটি বই বেরিয়েছে এই কবির। মেলায় এলে মশিউল আলম, আহমাদ মাযহার, পারভেজ হোসেন আসবেনই মাওলার স্টলে। প্রকাশক মাহমুদ থাকলে আড্ডাটা জমে ভালো। মশিউল ভালো লেখার জন্যে বেশি সময় দিতে চান বলে এবার তাঁর কোনো উপন্যাস বেরুচ্ছে না। মাযহার একসঙ্গে অনেক কাজ করেন; এ বছর যাঁদের জন্মশতবর্ষ এমন ক'জন লেখককে নিয়ে লিখছেন ‘একুশের সংকলন’-এ, তাছাড়া চ্যানেল আইয়ের সরাসরি বইমেলা অনুষ্ঠানে বইয়ের পরিচিতি দিচ্ছেন।

মনোচিকিৎসক মোহিত কামালের বইয়ের নাম ‘মন’। তিনি এলে বিদ্যাপ্রকাশের স্টলে বসেন। জাকারিয়া স্বপনের বই একজোড়া, একটি সায়েন্সফিকশন, অপরটি প্রেমকাহিনী। তিনিও প্রকাশকের স্টলে কিছুক্ষণ সময় কাটান। আরেফিন ভ্রাতৃদ্বয় আসেন মেলায়, বড়জন (সাজজাদ) তো বাংলা একাডেমিরই কর্মকর্তা, ছোটজন (শামসুল) আছেন যাদুঘরে; দুজনারই কবিতার বই বেরুবে-বেরুবে করছে। যশোর থেকে এসেছেন কবি-প্রাবন্ধিক পাবলো শাহি। কবি আজীজুল হক সারাটা জীবন যশোরেই কাটিয়ে দিলেন। প্রয়াত সেই কবিকে নিয়ে পাবলো শাহির বই ‘আজীজুল হকের কবিতা : ভাব ভাষা ও তাৎপর্য’।

মেলায় যেসব লেখক নিয়মিত/অনিয়মিতভাবে আসছেন তাঁদের ভেতর আছেন নাসির আহমেদ, সুশান্ত মজুমদার, অনু হোসেন, শহিদুল ইসলাম রিপন, জাফর আহমেদ রাশেদ, ব্রাত্য রাইসু, মাহবুব আলম পল্লব, সৌরভ জাহাঙ্গীর, ফাহিম ফিরোজ, বুলবুল সারওয়ার, ওবায়েদ আকাশ, শামীম রেজা, সালমা বাণী, সাদ কামালী, নকিব ফিরোজ, রুশো তাহের, তৌহিন হাসান, হাসান মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ।

প্রকাশ থেকে এসেছে সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের ‘আধখানা মানুষ’। অন্বেষা প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে আছে ইমদাদুল হক মিলনের ‘দেশভাগের পর’ (গল্প), খুঁজে পাওয়া (উপন্যাস)। হাসান খুরশীদ রুমী সম্পাদিত, ‘লুই মামুরের ওয়েস্টার্ন গল্প, মাকসুদুজ্জামান খান অনূদিত ব্রাউনের ‘অ্যাঞ্জেলস অ্যান্ড জেমসন’, ফজিলাতুন নেসার ‘জ্বীনের সাথে বসবাস’। অবসর থেকে প্রকাশিত হয়েছে আহসান হাবিবের ‘শুধু জোকস’। পড়ুশী প্রকাশনীর মোহাম্মদ এন্তাজউদ্দিনের ‘লালন সঙ্গীত সমগ্র’ (১ম ও ২য় খন্ড)। আগামী প্রকাশনীর হুমায়ুন আজাদের ‘একুশ আমাদের অঘোষিত স্বাধীনতা দিবস’। সাহিত্য প্রকাশ এনেছে ফেরদৌসী মজুমদারের ‘মনে পড়ে’। শ্রাবণ প্রকাশিত বইগুলোর মধ্যে কয়েকটি হলো : তানিয়া নুরের কবিতা ‘উত্তরে সংকীর্তন’, বদরুদ্দীন উমরের ‘বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি’, ‘বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চা’; মঞ্জু সরকারের ‘মানব সম্পদের মা-বাপ’, মাহবুব-উল-করিমের ‘নয়া-উদারবাদী বিশ্বায়ন ও জনমানুষ’।

পাঠশালা বাজারে এনেছে সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলালের ‘টাক ডুমা ডুম ডুম’। স্বর ব্যাঞ্জন থেকে লুৎফর রহমান রিটনের ‘প্রবাসে রচিত ‘পঙ্‌ক্তিমালা’। পারিজাত প্রকাশনী থেকে রবিউল হাসান অভির ‘ক্রিননিত্রি’,। অঙ্কুর বাজারে এনেছে আহমদ মোস্তফা কামালের ‘সংশয়ীদের ঈশ্বর’ ও প্রবাস প্রকাশনী এনেছে সুকুমার বড়ুয়ার প্রিয় বাছাই ছড়া ‘ঠিক আছে ঠিক আছে।’

একুশে বই মেলায় নতুন বই

RvKwiqv ¯c‡bi
weÁvb KíKwnbx (HwZn¨ cKvkbx)
AvKZwbb
GKRb A`k¨ gvbexi Kwnbx

eB wb‡q †c‡gi Mí (mgq cKvkb)
P‡jv we‡q K‡i †dwj